The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে মঙ্গলকাব্য; ফুল্লরা, ঈশ্বরী, বেহুলা, কানাড়া : একটি নিবিড় পাঠ

Saheli Mandal
Former Student, Dept. of Bengali, Jadavpur University, West Bengal, India
DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400049

Abstract

মধ্যযুগের তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাঙালির জীবনে মহামারী, অন্নহীনতার হাহাকার। নারী দেবতার পুজোর ঘটা প্রচার করে চলেছেন মঙ্গলকাব্যের কবিরা, শিবের চেয়ে শক্তির আদরই বেশি। সামাজিক অস্থিরতার চরম সময়ে যে নারীরা ছিল 'অবগুণ্ঠন' আবৃতা তাদের দেবতা হতে মানবীয় স্তরে এনেছেন মধ্যযুগের কবিরা। মানুষ ও দেবতা তখন সমাজের সুখ-দুঃখের নিত্য ভাগীদার। পিতা-পুত্র-স্বামীর আজন্মলালিত সংস্কার ছেড়েও যেন বেরিয়ে আসতে চান নারী চরিত্ররা, মুকুন্দরামের ফুল্লরা, ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী, মনসামঙ্গলের বেহুলা বা ধর্মমঙ্গলের কানাড়া প্রত্যেকেই স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল।

'আপন ভাগ্য জয় করিবার' অভিলাষে বহুবিবাহ কুলীন সর্বস্ব সমাজে স্বামীর কাছে প্রশ্ন ছাড়াই অধিকারের দাবি ফুটিয়ে তোলে 'চক্ষু কৈলি রাতা' ফুল্লরা চরিত্রটি।

'অমৃতের টিকা পরে' বেঁচে থাকার আশীর্বাদ যেন ঈশ্বরী পাটনীর বিধাতার কাছে চাওয়া 'দুধেভাতে'র বরে 'মারী নিয়ে ঘর করি' হতে বারবার মন্বন্তর-পীড়িত বঙ্গসমাজে আমাদের জাতীয় জীবনকেই ফুটিয়ে তোলে।

স্বামীর প্রতি আনুগত্য, সতীত্ব রক্ষায় সমাজ থেকেই শিক্ষা নিয়ে মধ্যযুগের বাঙালি নারী বেহুলার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধকে ফুটিয়ে তোলে, যা আধুনিক মনস্কা স্বাধীনতাকামী নারীর মনোবাঞ্ছার চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ধর্মমঙ্গলের কানাড়া তুলনীয় আধুনিককালের ব্যক্তিত্বময়ী প্রমীলার সাথে।

Keywords: *মঙ্গলকাব্য, নারীবাদ, ফুল্লরা, কানাড়া, পুরুষতন্ত্র*

ভূমিকা

আধুনিক যুগের বর্ণিল বহুমাত্রিক জীবন প্যাটার্নের হাতছানিতে মানুষ অগ্রসরমান সামনের দিকে-

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার?"
রবীন্দ্রনাথ

বিধাতার কাছে এই প্রশ্নের উৎস সন্ধানে শেকড়ের অনুসন্ধান করতে দৃষ্টি ফেরাতে হয় পশ্চাতে-

"পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্রান স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যে মহতি॥"

অর্থাৎ স্ত্রীলোক কুমারী অবস্থায় পিতার, যৌবনে স্বামীর, বার্ধক্যে পুত্রের অধিকারে থাকবেন, সুতরাং তাঁরা স্বাধীনতার যোগ্য নন - সেই বিধাতাই যখন মানুষের বেশে মঙ্গলকাব্যের 'কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে' - রবীন্দ্রনাথ তাঁর **'নরনারী'** প্রবন্ধে বলেন—

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

"বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চলভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাঁহার বক্ষের উপর জাগ্রত জীবন্তভাবে বিরাজমান।" — (১৩০৪ সাল, 'পঞ্চভূত')

চরিত্র অঙ্কনে বাঙালি মধ্যযুগের কবিরা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সূক্ষ্ম অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘাত-প্রতিঘাত ও জটিলতা বিশেষত নারী প্রতিমা নির্মাণে কবিদের সাফল্য আমাদের অন্তরকেও বিশেষভাবে আলোড়িত করে।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক অব্দি রচিত আখ্যানকাব্য, মঙ্গলকাব্যগুলি; ষোড়শ শতকের জীবনচিত্র মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে, অষ্টাদশ শতকের সমাজ ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'- এ এছাড়াও ধর্মমঙ্গল ও মনসামঙ্গলের বিশেষ কিছু নারী চরিত্র নিয়ে তখনকার সমাজে নারীর অবস্থান এবং তাদের মনস্তত্ত্বের আলোয় মঙ্গলকাব্য কিভাবে উদ্ভাসিত তাকেই একবার ফিরে দেখা যেতে পারে।

বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্য দুরকম পাওয়া যায় - লিখিত ও মৌখিক। মধ্যযুগে প্রাপ্ত সব লিখিত সাহিত্যই পুরুষ কবিদের রচনা। চন্দাবতী-র 'রামায়ণ'-ই একক নারীসৃষ্ট রচনার নিদর্শন।

শোওঅল্টার বলেন, বিশেষ কোন জাতির নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক সংস্কৃতি দেশ কালের সঙ্গে পৃথক হয়ে যায়। নারী সংস্কৃতি বিবর্তনের তিনটি ধাপ তিনি বলেন -

1. Feminine
2. Feminist
3. Female

ক. প্রথম পর্যায়ে, আধিপত্যবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নানা বিষয় অনুকরণ এর চেষ্টা।

খ. দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

গ. তৃতীয় পর্যায়ে, নারী আত্মআবিষ্কার করে পরনির্ভরতা ছেড়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে।

'Feminist' বা 'নারীবাদ' শব্দটি আধুনিক সাহিত্য বিচারে অতি পরিচিত একটি বিষয়। সিমোন দ্য বোভেয়ার 'The Second Sex' গ্রন্থে নারীত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন, **"কন্যা সন্তান নারী হয়ে জন্মায় না, সমাজ তাকে নারী করে তোলে।"**

কেটি মিলেট বলেন, নারীর সজাগবোধকে আমল না দিয়ে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।

মধ্যযুগের গৃহকোণে আবদ্ধ নারী, তাদের মনের ভাবনা প্রকাশ করত ছড়া, গান, ধাঁধা, আল্পনা, নকশী কাঁথায়। কাব্য চর্চায় আকর্ষণ থাকলেও পুরুষ আধিপত্য তাকে সেই প্রবেশাধিকার দেয়নি।

ফুল্লরার বারোমাসী: মনোদর্পণের বিশ্লেষণ

নারীরা তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার কথাগুলি লৌকিক ধারায় তুলে ধরেন 'বারোমাস্যা'তে। বারোমাস্যা নায়িকার মনের দর্পণকে প্রতিবিম্বিত করে - জীবনের দুঃখসুখের দোলায় আবর্তনকে প্রকাশ করে - 'নিভৃত আত্মবিশ্লেষণ' এর মাধ্যমে। খুব নিকটজন ছাড়া সর্বসমক্ষে শোনানোর মত পাঁচালী তা কখনোই নয়; তবু অতিরঞ্জিত দুঃখের সুরে ছদ্মবেশী দেবী চণ্ডীকে 'পতির' প্রতি কোন আসক্তি পোষণে নিবৃত্ত করতেই ফুল্লরার এই দুঃখ বিবরণের অবতারণা – **'হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা'**।

সমালোচকের ভাষায়—

"ইহা নির্জলা দুঃখেরও বারোমাসী নহে, নিরবচ্ছিন্ন সুখেরও বারোমাস্যা নহে, ইহা ফুল্লরার এক সাময়িক অশুভ আশঙ্কাজাত অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিরভিব্যক্তি মাত্র।"

ফুল্লরার পরিচয়, সে **'কিনিতে বেচিতে ভাল জানয়ে পসরা'**। অনার্য ব্যাধ পত্নীর রূপ বর্ণনার বদলে বরং গুণের কথাই পাই, সে বুদ্ধিমতী পসারিণী, ব্যাধ স্বামীর (কালকেতু) উপযুক্ত স্ত্রী; নিত্য অভাব, ভাঙা কুঁড়ে, উপবাস এসব সত্ত্বেও স্বামীর হৃদয়ে একাকী অধিশ্বরী—সেই তার গৌরব।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

কিন্তু ছলনাময়ী দেবী চণ্ডী যখন তার গৃহে এসে মোহিনী মূর্তি ধারণ করলেন, সেদিন তার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিন হয়ে দাঁড়ালো—

"শাশুড়ী ননদী নাই, নাই তোর সতা -
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা॥"

বহুবিবাহ, কুলীন সমস্যা জর্জরিত বাঙালি সমাজে ফুল্লরার অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়টি ব্যাধ স্বামীর বিস্ময় বোধক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে।

অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা, স্বামীর বা অন্য কারোর উপার্জনে নির্ভরশীল না হয়ে নিম্নশ্রেণীর মহিলাদের জীবিকা নির্বাহে— দরিদ্র গৃহবধূর ভূমিকায় ব্যক্তিত্বের নানা কৌণিক মাত্রা স্পর্শ করতে 'ফুল্লরা' চরিত্রটি সক্ষম হয়েছে - যা মধ্যযুগীয় হয়েও আধুনিকতার নিদর্শক।

ঈশ্বরী পাটনী: উত্তরপুরুষের বিঘ্নহীন জীবন কামনা

সময়ের আবহমানে স্রোতের ধারায় সমাজ যখন বদলে যেতে প্রস্তুত তখন দেবতারাও নিজেদের বদলে নেন। এমনই পরিবর্তিত সময়ের দলিল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কবি রচিত 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'। অষ্টাদশ শতকে যখন দেবভক্তি ক্ষীয়মান, যুগসচেতন কবির মত দেবতার প্রতি সংশয়ের দৃষ্টি মেলেছেন ভারতচন্দ্র।

ঈশ্বরী পাটনীর সময়টা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ। নবাবী অপশাসনে বিপর্যস্ত বাংলা, অরাজকতা, বর্গীর লুটে বাঙালী হৃৎসর্বস্ব, অন্নহারা। এই দৈনন্দিন অন্নহীনতা ও আশ্রয়হীন বাঙালীর প্রতিনিধি ঈশ্বরী পাটনী।

কালকেতু দেবী কৃপায় লাভ করেছে ঘড়া ঘড়া মোহর, রাজাসন। হরিহোড় জগজ্জননীর চরণাশ্রয় প্রার্থনা করে — মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে।

আর ঈশ্বরীর কণ্ঠে উচ্চারিত শতাব্দীর অসাধারন, একান্ত বাস্তব প্রার্থনা; **"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।"**

মানুষ তার সন্তানের মধ্যে খোঁজে বেঁচে থাকার অর্থ, শ্মশানের চিতাকাঠ ডাকলেও 'সন্তানের মুখ ধরে একবার চুমো খেতে চায়'— আর উত্তরপুরুষের বিঘ্নহীন জীবনই ঈশ্বরীর প্রার্থনা। খ্রিষ্টধর্মে যেমন - 'Give us this day our daily bread'।

এই প্রার্থনার তাৎপর্য যুগবিচারে — অন্নের জন্য তীব্র হাহাকার সেই শতকে; কবির আরাধ্য অন্নপূর্ণা সকলকে অন্ন জোগান। অন্নের সেই সংকটকালে আপনজনের জন্য অন্নপূর্ণার কাছে অন্ন প্রার্থনাই আন্তন্তিক কামনা— সাধারণ বাঙালী মনসের প্রতিফলন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাই হয়তো বলবেন —

"মন্বন্তরে মরিনি আমরা মারী নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়াছি বিধির আশিষে অমৃতের টিকা পরি।"
'আমরা' কবিতা ('কুহু ও কেকা' কাব্যগ্রন্থ, ১৯১২)

বেহুলা: সতীত্ব হতে নারীত্ব, স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা

নারী স্বাধীনতায় প্রথম ও প্রধান 'আত্মমর্যাদাবোধ' সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় লুপ্ত হয়েছিল বহু শতক আগেই। মঙ্গলকাব্যের নারীসমাজ মানসে সেই হৃত সম্মানবোধ পুনরাবিষ্কারের পালা শুরু হল। সমালোচকের ভাষায়—

'নারীর হৃত আত্মসচেতনতা তথা আত্মমর্যাদাবোধ
যেন আভাসে ইঙ্গিতে মূর্ত হয়ে উঠতে চেয়েছে
বহু শতাব্দী পরের কবি কল্পিত বেহুলা চরিত্রে।'
(মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পটভূমি ও নারী, পৃ. ২৮১)

পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্যধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে অধিক পরিচিত চরিত্র বেহুলা।

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

দৈবনির্ভর সমাজে ব্যতিক্রমী এক নারী সে। নিজ কর্মক্ষমতা ও চরিত্রগুণে একই সঙ্গে রোষদীপ্ত মনসাকে জয় করেছে, হিমালয়ের মত কঠিন শ্বশুরের পাষাণ হৃদয়কে দ্রবীভূত করেছে। দৈবশক্তিকে অজেয় বা অপ্রতিরোধ্য বলে মেনে না নিয়ে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দৈবের উপর নিজের বিজয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

শরৎচন্দ্র যেমন হরেন্দ্রকে দিয়ে 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসে বলান -

"লোকে এইটিই বুঝতে পারে না যে, প্রচলিত সমাজবিধি লঙ্ঘন করার দুঃখ শুধু চরিত্র-বল ও বিবেক-বুদ্ধির জোরেই সহা যায়।"

(শরৎ সমগ্র ৩, ১৯৮৯, পৃ ৪৬০)

তেমনি বিজয়গুপ্তের মনসা কেন ভয়ংকরী তার কারণ রূপে দেখানো যায়, মায়ের স্নেহহীনতা, পিতার অনাদর, স্বামী প্রেম ও সন্ততিসুখ বঞ্চনা মনসার মধ্যে 'Fundamental evil' কে জাগ্রত করে বলেই সে অকল্যাণী,ঘাতিকা।

কানাড়া ধর্মমঙ্গলে; স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল

১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্য রচনার সময়কাল। কোম্পানি শাসন, দুর্ভিক্ষ, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো তখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। দেবতা নেমে এসেছেন মানুষের স্তরে।

মধ্যযুগের সাহিত্যে এক পুরুষের বহু পত্নীর কথা পাওয়া যায়, কিন্তু এক স্ত্রীর বহুপতি প্রথম দেখি ধর্মমঙ্গলে। নিঃসন্দেহে এ এক নতুন দিকের ইঙ্গিত। দুটি নারী চরিত্র কানাড়া ও লখাই ডোমনী — চন্দ্রাবতীর পর দুই স্বাতন্ত্র্যময়ী নারী।

যখন কর না দেওয়ার কারণে গৌড়েশ্বর কানাড়াকে বিয়ে করতে চায়, রাজা মেয়ের ইচ্ছেকেই গুরুত্ব দেন —

"কানড়া আমার করে কাত্যায়নী পূজা।
ইচ্ছাবতী হইবেক ভাবে যায় বুঝা॥
নয় তবে হয় তার প্রতিবাদী কে।
জিজ্ঞাসিলে জানিব জেমত বলে সে॥"

এখানে কানাড়ার নিজের মতের পক্ষে চলাই প্রাধান্য দিয়েছেন কবি। লাউসেনের সাথে যুদ্ধেয় পর্যন্ত যায় সে।

সময় ও সমাজের বদলের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের অবস্থানেরও বদল ঘটে। এই শতকের শেষে পাশ্চাত্য সংস্পর্শে বদলে যায় সমাজ। বিদেশী শাসকের নীতিতে বদলেছে মানুষের মূল্যবোধ।

পরবর্তীকালে মধুসূদনের কাব্যরচনায় যে বীরাঙ্গনা প্রমীলাকে আমরা দেখি ধর্মমঙ্গল কাব্যের বীর নারীরা (যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী, স্বাধীনতায় স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত) — সেই দলেরই প্রতিভূ বললে ভুল হয় না।

উপসংহার

ভারতবর্ষের সমাজ বহুকাল ধরেই নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে পুরুষতন্ত্র। এই তন্ত্র যেমন বাহ্যিকভাবে নারীদের অবদমিত রেখেছে নিয়মের শৃঙ্খলে তেমনি মানসিকভাবে নারী-সমর্থন আদায় করেছে কৌশলে। এভাবে নারীদের অনুগামী করে তোলার সূক্ষ্ম কৌশলে পুরুষতন্ত্র কোনোদিন সমাজে সাংসারিক প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত নারীর অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। জন্ম মাত্রেই লিঙ্গভিত্তিক সমাজ শিশুর ওপর নারী বা পুরুষ কেন্দ্রিক ধারণা আরোপ করে, তার আচার-কর্তব্য নির্দিষ্ট করে।

মধ্যযুগে বাংলার রাজনৈতিক উত্থান-পতন, রাষ্ট্রীয় কাঠামো-শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটলেও নারীর মর্যাদা ও অধিকারের উন্নতি ঘটেনি দীর্ঘদিনের সমাজব্যবস্থায়। নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জাগে উনিশ শতকে নবজাগরণ পরবর্তীকালে; প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মানসে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব, বাংলার জনমানসে ইতিবাচক পরিবর্তনে নারীর সার্বিক অবস্থা উন্নত হতে শুরু করে। সেখানে কবির ভাষায় ধ্বনিত হয়—

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর/ অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'
'নারী', নজরুল ইসলাম (সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ, ১৩৩২ বঙ্গাব্দ, অগ্রহায়ণ)

All rights reserved. © 2026

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4 Feb'26 - Apl'26 Home Page: www.tgjct.org Email: editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528 (Online)

মধ্যযুগের অবগুণ্ঠন থেকে বেরিয়ে এসে আধুনিক নারী তার স্বাতন্ত্র্যতাকে উপলব্ধি করে সেই বহু পুরাতন প্রশ্ন, যা মৈত্রেয়ী করেছিলেন যাজ্ঞবল্ক্যকে,

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম?'

"যা আমায় অমৃতত্বে সহায়তা করবেই না, তা আমার কি প্রয়োজন?"

যেকোনো জাতির কাছেই তার ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করতে অনুসরণ করতে হয় তার অতীতকে—এভাবেই 'মঙ্গলকাব্যের নারী চরিত্র পাঠটি বর্তমানেও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে।

তথ্যটীকা

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, (২০১৫) **বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস**, এ.মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ এবং সপ্তর্ষি প্রকাশন।

নস্কর, সনৎকুমার, (২০০৫), মুকুন্দ চক্রবর্তী কবিকঙ্কন চণ্ডী, রত্নাবলী।

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র, (১৮৮৯), শরৎসমগ্রত, কলকাতা রিফ্লেক্ট।

সেনগুপ্ত, জয়া, (২০০১), মঙ্গলকাব্যের সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, ক্যাম্প কলকাতা।

TGJCT
EST. 2025

All rights reserved. © 2026